বিশেষ সাময়িকী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১)

সমৃদ্ধি

পিকেএসএফ-এর একটি মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচি

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হলো ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই কর্মসূচির মূলমন্ত্র হলো দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে তারা একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মএলাকার পরিধি ও প্রধান অনুষঙ্গসমূহ

এই সংখ্যায় থাকছে

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি
পাতা | ০১

সমৃদ্ধি কর্মসূচি নিয়ে দু'টি কথা
পাতা | ০২

করোনাকালে সমৃদ্ধি কর্মসূচি
পাতা | ০৩

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রধান অনুষঙ্গসমূহের অগ্রগতি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১)
পাতা | ০৪

২০২১ সালে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা
পাতা | ০৫

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০২১ সালে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা
পাতা | ০৬

পরিবর্তনের গল্প
পাতা | ০৮

সমৃদ্ধি কর্মসূচি নিয়ে দু'টি কথা

২০১০ সালের শুরু থেকে পিকেএসএফ একটি বিষয় স্পষ্টভাবে অনুধাবন করে যে, শুধু ঋণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দারিদ্র্য কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার ওপর গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে শুরু করে। শুরু হয় বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত ঋণ, তার সাথে কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের তথ্য প্রদান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের ভাবনা। এ ভাবনার মূলে ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজচিন্তক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যার। তাঁর দিকনির্দেশনায় পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারকে লক্ষ্য করে সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' ইংরেজিতে Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Poverty (ENRICH) শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির একেবারে মূলে রয়েছে মানবকেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট করণীয়কে কেন্দ্র করে নয়, বরং মানুষকে কেন্দ্র করে সব কর্মকাণ্ডের বিন্যাস ঘটানোর বিষয়।

টেকসই উন্নয়ন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যেখানে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ এবং মানুষের উন্নয়ন। ‘কাউকে বাদ দিয়ে নয়’ -- এই উন্নয়ন দর্শনকে সামনে রেখে সমাজের পিছিয়ে পড়া, পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বৈষম্য দূরীকরণ এবং বর্তমান সরকারের অসাম্প্রদায়িক অগ্রসরমান কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতোমধ্যে, কর্মসূচিটি মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

> ... বর্তমান সরকারের অসাম্প্রদায়িক অগ্রসরমান কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলার ধারণা সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।
>
> -- ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
>
> অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

করোনাকালে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরু হতেই সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে এসেছেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ চিকিৎসাসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। এতে করে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের অধিকাংশ বাসিন্দাগণ কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন। সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শুধু ২০২১ সালেই সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ৮০ হাজারের অধিক স্ট্যাটিক ক্লিনিক এবং পাঁচ হাজারের এর অধিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ইউনিয়নবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, মহামারীকালে ইউনিয়নবাসীর সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার তৎপরতা সদা অব্যাহত ছিলো।

এই সময়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা ও সমৃদ্ধি যুব সদস্যবৃন্দ স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ বিতরণ কাজে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করেছে। যুব সদস্যগণ সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায় ইউনিয়নবাসীদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার ইত্যাদি বিতরণের কাজ করেছেন।

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড (আইজিএ) অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের নির্দেশনা মেনে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সময়ে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত আইজিএ-কে চালু বা নতুনভাবে শুরু করার জন্য সদস্যদের প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডগুলো যাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ঝুঁকির মুখে না পড়ে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ত্রাণ সহায়তা পেতে তাদের সহযোগিতা করা হয়েছে।

এই সময়ে বিশেষ সঞ্চয়ী সদস্যদের কাছ থেকে সঞ্চয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সদস্যদের সামর্থ্যের বিবেচনায় সর্বোচ্চ নমনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এক শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন একজন চিকিৎসক

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়া তদারকি করছেন একজন শিক্ষক

পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত সদস্যবৃন্দ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রধান অনুষঙ্গসমূহের অগ্রগতি
(জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১)

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি

প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৭১,৪৬৪টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক ও ৫,৫৭০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ৮.৩৬ লক্ষ রোগীকে সেবা প্রদান।

CMED Health Limited -এর কারিগরি সহায়তায় সমৃদ্ধিভুক্ত ৫০টি ইউনিয়নে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

শিক্ষা সহায়তা

৬,১৬৭টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে প্রায় ১.৬০ লক্ষ শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে দৈনিক পাঠ তৈরিতে সহায়তা করা।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের পরিবারসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা।

সরকারি মাস্টার ট্রেইনারগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকগণকে বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) প্রশিক্ষণ প্রদান।

উন্নয়নে যুব সমাজ

প্রায় ২.৫ লক্ষ যুব সদস্য উন্নয়নে যুবসমাজ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এর আওতায় যুবদের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা।

এ পর্যন্ত মোট ৯৮,৯৪২ জন যুব সদস্যকে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী ভিডিও-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

এই যুবগণ কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারীকালে ত্রাণ বিতরণ এবং সাধারণ মানুষের কোভিড টিকা রেজিস্ট্রেশনে সহায়তাসহ নানাবিধ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বিশেষ সঞ্চয়

বর্তমানে ৪৮৬ জন সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭৭.৮৪ কোটি টাকা।

এপর্যন্ত মেয়াদ পূর্ণকারী ২,৮৬৮ জন বিশেষ সঞ্চয়ী সদস্যকে প্রায় ৪.০০ কোটি টাকা 'ম্যাচিং ফান্ড' অনুদান হিসেবে প্রদান।

সদস্যগণ এই অর্থ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যয় করছেন।

আর্থিক সহায়তা

কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ঋণের কিস্তি আদায়ে নমনীয়তা, ঋণী সদস্যদের পাশে অবস্থান করে মানসিক শক্তি যোগানোর পাশাপাশি পরামর্শ-সেবা প্রদান।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০২১ সালে সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ সদস্যের মাঝে প্রায় ৭৯৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।

সমৃদ্ধ বাড়ি

বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৩,৫৭৩টি সমৃদ্ধ বাড়ি রয়েছে। এ সকল বাড়িতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কোভিড পরিস্থিতিতে পরিবারগুলোর পুষ্টি চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি আয়ের উৎস হিসেবেও কাজ করেছে।

২০২১ সালে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

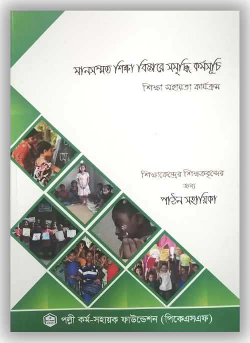

মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রায় শতভাগ গ্রামে ৬,১৬৭টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১৯৮টি ইউনিয়নে পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে প্রায় ১.৬০ লক্ষ শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রদত্ত দৈনিক পাঠ সম্পন্ন করতে সহায়তা করা হচ্ছে।
সমৃদ্ধি শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দের জন্য জানুয়ারি ২০২১ এ ‘মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সমৃদ্ধি কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি পাঠন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে পুস্তিকাটি সকল সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে।

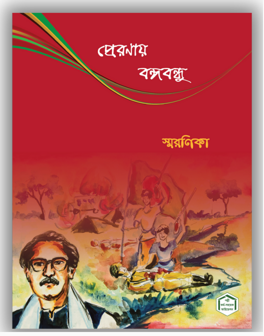

প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত যুবদের নিয়ে জাতির পিতা ও বাংলাদেশ-কে উপজীব্য করে একটি সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিলো কবিতা লেখা, প্রবন্ধ/গল্প রচনা, ছবি আঁকা এবং সমৃদ্ধি’র উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান (একক এবং যৌথ) রাখা।
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় যুব’রা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে—এই প্রত্যাশা বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর স্মৃতিস্মারক হিসেবে জুন ২০২১-এ পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি ইউনিট 'প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে।

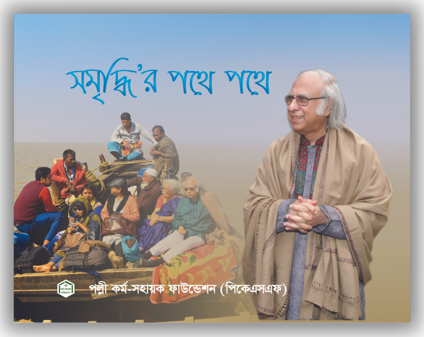

সমৃদ্ধির পথে পথে

পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কর্মসূচিটি আরো জনবান্ধব করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।
সমৃদ্ধি ইউনিট থেকে সেইসব স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সফরের বিভিন্ন আলোকচিত্র সম্বলিত ‘সমৃদ্ধির পথে পথে’ শীর্ষক একটি ফটোবুক প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১

পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।
এই ধারাবাহিকতায় বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে দেশের ৬৪টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে ও পর্ষদ সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য, রচিত কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ নিয়ে ‘বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে ’৭১’ শীর্ষক একটি প্রকাশনা আমাদের মহান বিজয়ের মাসে প্রকাশিত হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০২১ সালে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বিষয়ক ওয়েবিনার

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক একটি ওয়েবিনার বিগত ১০ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই ওয়েবিনারে জানানো হয়, পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১৯৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা, শিশু, কিশোরী, যুব, বৃদ্ধ সকল জনগোষ্ঠীকে নিরলস সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, ENRICHed SASTHO (ENRICHed Safe and Affordable Statistical Tool for Health-Service Optimization) অ্যাপ ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ফলে এক বিশাল তথ্যভাণ্ডার তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একটি ইউনিয়নে সফল বাস্তবায়নের পর প্রথম পর্যায়ে ৫০টি ইউনিয়নে 'ENRICHed SASTHO' অ্যাপ-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালকগণ বলেন, এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে সংগৃহীত ডাটা যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক ব্যবহার করতে পারলে এই কার্যক্রম অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আরো ২৬টি ইউনিয়নে বর্ধিত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ENRICHed SASTHO- অ্যাপ ব্যবহার করে একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অক্সিজেন লেভেল এবং ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং তথ্য সংরক্ষণ এখন আগের চেয়ে সহজতর হয়েছে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়নবাসীদের প্রত্যেকের জন্যে ইউনিক আইডি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের ফলে ইউনিয়নের সকল জনগণের জন্যে যে পৃথক পৃথক ডাটাবেজ তৈরি হয়েছে তা থেকে একজন চিকিৎসক অতি সহজেই যেকোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পূর্বের তথ্য (disease profile) বিশ্লেষণ করে অধিকতর দক্ষতার সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে ইউনিয়নের সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি যেমন: ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত, রোগতত্ত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জনমিতিক তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা যাচ্ছে, যার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ডেটাবেইজ তৈরি হচ্ছে।

দুই শতাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচিভুক্ত ২০১টি ইউনিয়নের ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা সকল দর্শক-শ্রোতাকে আপ্লুত করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, “বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেবলমাত্র আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং সেগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও ধারণ করতে হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।”

পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক ও কর্মীবৃন্দসহ প্রায় ৫০০ জন এই ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজন ও আদরের সন্তান। কিন্তু একদল বিপথগামী সৈনিকের নৃশংসতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মাত্র ১১ বছর বয়সেই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয় তাকে।

বিগত ১৮ অক্টোবর ২০২১ দেশব্যাপী শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়। পিকেএসএফ দিবসটি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করে।

এই দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১৯৮টি ইউনিয়নে ‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত যুবদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী মানববন্ধন

বিগত ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিশ্বব্যাপী ‘আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও ‘আপনার অধিকার, আপনার কর্তব্য; দুর্নীতিকে না বলুন’ স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। পিকেএসএফ দিবসটি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালন করে।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ‘সমৃদ্ধি কর্মসূচি’ ও ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’র আওতায় কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে আলোচনা সভা, র‍্যালি ও মানববন্ধন কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রমে সংগঠিত যুবদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রত্যেকটি ইউনিয়নে প্রবীণ সদস্যদের অংশগ্রহণে পৃথক আরেকটি আলোচনা সভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত এ সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ১৪,০০০ জন যুব সদস্য এবং ১২,০০০ জন প্রবীণ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

পরিবর্তনের গল্প

হাঁস পালনে স্বাবলম্বী মাসুদ রানা

মাসুদ রানা, ৩০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তিতুমীর কলেজ থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করেন ২০১৬ সালে। পাশ করার পর কিছুদিন চাকুরির পেছনে ছুটে কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে তিনি ভিন্নপথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৭ সালে বাড়িতে ফিরে এসে যখন একটি হাঁসের খামার করার বিষয়ে ভাবছিলেন তখনই তার মাথায় আসে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)'-এর কথা। তিনি তার পূর্বপরিচিত এমএসএস-এর এক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। উক্ত কর্মকর্তা তাকে তার ইউনিয়নে এমএসএস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বাঙালিপুর ইউনিয়নের মাসুদ ছাত্রাবস্থায় উক্ত ইউনিয়নে এমএসএস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে, এমএসএস-এর কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে তার পূর্বপরিচয় ছিলো। ঋণ সহযোগিতার বিষয়ে আশ্বস্ত হয়ে মাসুদ দ্রুত কাজে নেমে পড়েন এবং শুরুতে তার বাড়ির উঠানে ৫০টি হাঁস নিয়ে খামারের কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে তিনি ৯৯,০০০ টাকা আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাঁসের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার খামারে প্রায় ৪০০টি হাঁস রয়েছে। তিনি দৈনিক প্রায় ২৮০টি ডিম সংগ্রহ করেন যার বাজারমূল্য প্রায় ৩,০০০ টাকা। আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচের পর তার মাসিক আয় থাকে প্রায় ৬০,০০০ টাকা।

তার স্বাবলম্বী হওয়ার পথে পিকেএসএফ-কে পাশে পেয়ে মাসুদ কৃতজ্ঞ। তিনি মনে করেন, দেশের শিক্ষিত যুবসমাজ চাকুরির পিছনে না ছুটে নিজ উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করলে দেশের বেকারত্ব সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে।

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশনা : ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদনা : মোঃ মশিয়ার রহমান
গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
মোঃ আব্দুল মতিন
সম্পাদকীয় সমন্বয় ও গ্রাফিক্স : এইচ. এম. শাহারিয়ার

সমৃদ্ধি ইউনিট

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯, ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮ ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org ওয়েব: www.pksf-bd.org, facebook.com/pksf.org